বারাক ওবামা: একটি গণতান্ত্রিক রূপকথা

শুধু কৃষ্ণাঙ্গ নয়, ওবামা সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ব্যাপক সংখ্যায় ভোট দিতে আসতে উদ্বুদ্ধ করলেন। কেবল তা-ই নয়, তাঁর জয়ের পিছনে শ্বেতাঙ্গ ভোটের ভূমিকাও বিরাট। লিখছেন **মৈত্রীশ ঘটক।**

আজ প্রথম পর্ব

বারাক শব্দটির অর্থ ধন্য। তাই আক্ষরিক অর্থেও স্বনামধন্য বারাক ওবামা। আর, মধ্যনাম হল হুসেন, যার অর্থ হল সুদর্শন। রূপকথার, অন্তত গণতান্ত্রিক রূপকথার রাজপুত্র হিসেবে তাঁকে ভাবাই যায়।

কিন্তু, তিনি রাজপুত্র নন। কেনিয়ার এক দরিদ্র গ্রাম থেকে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার্থে আসা এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ, আর তাঁর সহপাঠিনী আমেরিকার এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শ্বেতাঙ্গ নারীর সন্তান। ওবামার জন্ম আমেরিকার হাওয়াই রাজ্যে ১৯৬১ সালে। তখন তাঁর মতো অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষের প্রেসিডেন্ট হওয়া দূরের কথা, ভোট দেওয়ার অধিকার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আমেরিকায় সিভিল রাইটস আন্দোলনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সেনেটে ওবামাকে বাদ দিলে মাত্র দুজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ নির্বাচিত হয়েছেন গত চল্লিশ বছরে। হ্যাঁ, গত চল্লিশ বছরে এক শত আসনের সেনেটে কৃষ্ণাঙ্গদের উপস্থিতি হয় শূন্য, নয়তো মাত্র এক। যেখানে তাঁরা জনসংখ্যার প্রায় ১৩ শতাংশ। তাঁর আগে আর এক জন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ জেসি জ্যাকসন ১৯৮৪ সালে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাথমিক পর্যায়ের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জন করেন। ১৮ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি হারেন ওয়াল্টার মন্ডেল-এর কাছে, যাঁকে হারিয়ে রোনাল্ড রেগন রাষ্ট্রপতি হন। জ্যাকসনের সমর্থন মূলত আফ্রিকান-আমেরিকানরাই। কলিন পাওয়েল বা কন্ডেলিজা রাইস সরকারের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউ নির্বাচিত হননি, নিয়োজিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতো আর্থিক দিক থেকেও, এখনও তাঁরা পিছিয়ে আছেন বাকি বর্ণের মানুষদের থেকে। তাঁদের মধ্যে বেকারত্বের হার শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বেকারত্বের হারের প্রায় দ্বিগুণ। সাদা পরিবারের গড় বাৎসরিক আয়ের থেকে তাঁদের গড় বাৎসরিক আয় প্রায় ৪০ শতাংশ কম (২০০৪)। মার্কিন কারাগারে বন্দিদের ৪৪ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ। এই আমেরিকার ৪৪তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন বারাক ওবামা ৫২ শতাংশ ভোট পেয়ে। আমেরিকা কেন, পাশ্চাত্যের কোনও দেশেই অ-শ্বেতাঙ্গ কোনও রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হননি।

কী করে সম্ভব হল

এক দিক থেকে দেখলে উত্তরটা খুব সোজা। ইরাক যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং গত আট বছরে জর্জ বুশের অপশাসনে অতিষ্ঠ আমেরিকানরা যে রিপাবলিকান পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইবেন, এ তো স্বাভাবিক। নির্বাচনের আগের সমীক্ষা অনুসারে বুশ সরকারের কাজে সন্তুষ্ট ২৪ শতাংশ মার্কিন, যা সাম্প্রতিক ইতিহাসে সর্বনিম্ন (ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির পর পদত্যাগের ঠিক আগে নিক্সনের ওই একই জন-সন্তোষের হার ছিল)।

আর এক দিক থেকে দেখলেও উত্তরটা সোজা। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বাগ্মিতায় উজ্জ্বল এক নক্ষত্র তিনি, বর্ণনির্বিশেষে রাজনীতির জগতে যাঁর তুলনা সাম্প্রতিক কালে আমেরিকা কেন, অন্য কোনও দেশেও মেলা ভার। ঠিকই, ওবামা-মুগ্ধতার (যাকে বলা হচ্ছে ওবামানিয়া) সংক্রমণ থেকে সাবধান থাকা উচিত। কিন্তু, তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের কথা শুনুন। ম্যাকেন সমর্থক এবং গোঁড়া রক্ষণশীল সাংবাদিক ফ্রেড বার্নস সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, '...হি ইজ আ কলোসাস অ্যাসট্রাইড দ্য কন্টিনেন্ট, দ্য মোস্ট কম্যান্ডিং পলিটিক্যাল প্রেজেন্স সিন্স রোনাল্ড রেগান অ্যারাইভড্ ইন ওয়াশিংটন। হি ইজ দ্য স্টার।' এখানে বলা উচিত যে, রেগানের সঙ্গে তুলনা করা, এক জন রিপাবলিকানের কাছে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করার সমান। আর, আমেরিকার আধুনিক রক্ষণশীল আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা উইলিয়াম বাকলের পুত্র লেখক ক্রিস্টোফার বাকলে, বুশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী কলিন পাওয়েল, ম্যাসাচুসেটসের প্রাক্তন রাজ্যপাল উইলিয়াম ওয়েল্ড এ রকম অনেক আজীবন রিপাবলিকান নিজেদের ওবামার সমর্থক বলে ঘোষণা করেন নির্বাচনের আগে (এঁদের বলা হচ্ছে ওবামাকান)। এঁদের সবার মত-ই প্রায় এক: ওবামার মতো প্রতিভা রাজনীতির জগতে বিরল।

এক দিকে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকার করুণ চালচিত্র, শতাব্দী-সঞ্চিত বৈষম্যের বিষময় উত্তরাধিকার, আর অন্য দিকে দীপ্তিমান এই তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ নেতা, যিনি ঐক্যের আর আশার মন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেন আমেরিকার ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে। তিনি শ্বেতাঙ্গ হলে এই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকত না। এই হল রূপকথার পটভূমিকা। এ বার আসা যাক তথ্য বিশ্লেষণে।

কারা ভোট দিয়েছেন ওবামাকে

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে, তা হল শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট তিনি পাননি *(প্রথম সারণি)*। তিনি পেয়েছেন ৪৩ শতাংশ আর শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর নারীর ভোট আলাদা করে ধরলে তিনি পেয়েছেন, যথাক্রমে ৪১ শতাংশ আর ৪৬ শতাংশ। যে যে গোষ্ঠীর মানুষের কাছে তিনি সব মিলিয়ে যা ভোট পেয়েছেন (অর্থাৎ ৫৩ শতাংশ), তার থেকে বেশি হারে ভোট পেয়েছেন, তাঁরা হলেন নারী (৫৬ শতাংশ), শ্বেতাঙ্গ বাদ দিলে আর সমস্ত বর্ণের মানুষ: কৃষ্ণাঙ্গ (৯৫ শতাংশ), হিসপানিক (৬৭ শতাংশ, এঁরা মূলত প্রবাসী মেক্সিকান) এবং এশীয় (৬২ শতাংশ)। আর আছেন যুবসমাজ (৬৬ শতাংশ), প্রথম বার যাঁরা ভোট দিয়েছেন, যাঁরা আর্থিক দিক থেকে অসচ্ছল (৬০ শতাংশ) এবং যাঁরা রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে উদারপন্থী (৮৯ শতাংশ)। যদিও, শুধু শ্বেতাঙ্গরা ভোট দিলে ওবামা হারতেন, শ্বেতাঙ্গ যুবসমাজের (মোট ভোটারদের ১১ শতাংশ) সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৪ শতাংশ) ভোট তিনি পেয়েছেন।

তার মানে, ওবামা জিতলেন কি যুবসমাজ এবং সামাজিক আর অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের ভোটে? এর সরল উত্তর হল: হ্যাঁ। কিন্তু, এই প্রত্যেকটি শ্রেণি চিরকাল ডেমোক্র্যাটদেরই ভোট দিয়ে আসছেন। তা হলে কী করলেন ওবামা, যা কেরি করতে পারেননি? কেরি বুশের কাছে হেরেছিলেন ৩ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে। আর, ওবামা জিতেছেন ৭ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে। এই ১০ শতাংশ ভোট কী করে ওবামা ছিনিয়ে আনলেন রিপাবলিকানদের কাছ থেকে?

নতুন ভোট পাওয়ার সৎ উপায় তো মোটে দুটো: নতুন ভোটার বা যে ভোটার এমনিতে ভোট দিতে যান না, তাঁকে ভোট দিতে আসতে রাজি করানো, নয়তো বিপক্ষের দিকে ঝোঁকা ভোটারের মন জয় করা। অসৎ উপায় অবশ্যই অগুন্তি। আমেরিকায় অনেক সময়েই অভিযোগ ওঠে যে, রিপাবলিকান দল কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের ভোট দেওয়ার পথে নানা অন্তরায় সৃষ্টি করেন। সে যা-ই হোক, কেরির সঙ্গে ওবামার তুলনা করতে গেলে এই দুই দিকই দেখতে হবে। অর্থাৎ, কত নতুন ভোটার টানতে সক্ষম হয়েছেন ওবামা আর কোন ভোটাররা দল বদলেছেন।

এই নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল বেশি, তবে যতটা ভাবা হয়েছিল, ততটা হয়তো না। প্রাথমিক গণনা অনুসারে (এখনও পত্রযোগে প্রেরিত ভোটগণনা সম্পূর্ণ হয়নি) ৬১.২□ মানুষ ভোট দেন। ২০০৪ সালে এই হার ছিল ৬০.১□। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণির ভোটারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব মন দিয়ে দেখলে কতকগুলো খুব উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দেখা যাবে। ২০০৪ সালে মোট ভোটারদের ৭৭□ ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। এ বারে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৪□ (প্রথম সারণি)। তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ এবং হিসপানিক ভোটারদের ভাগ বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১১□ থেকে ১৩□ আর ৮□ থেকে ৯□। আর, ভোটারদের মধ্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব বেড়েছে যুবসমাজের। তাঁদের ভাগ ১৭□ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮□। এই প্রত্যেকটি গোষ্ঠী, আমরা আগেই দেখেছি, বিপুল ভাবে ওবামার সমর্থক। এঁরা যে যে হারে ওবামাকে ভোট দিয়েছেন, তা দিয়ে তাঁদের মধ্যে থেকে আসা এই বাড়তি ভোটারের সংখ্যাকে গুণ করলে পাই ৩.২□। আর, কেরি বুশের কাছে হেরেছিলেন ৩□ ভোটের ব্যবধানে! সুতরাং, ওবামার জয়ের এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

এ বার আসি কেরি আর ওবামার তুলনায়। দ্বিতীয় সারণিতে দেখা যাবে যে, গত বারে যাঁরা বুশকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের ১৭□ ওবামাকে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু, গত বারে যাঁরা কেরিকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের ৯□ ম্যাকেনকে ভোট দিয়েছেন। তার মানে, ওবামার নিট লাভ ৮□ দল বদল করা ভোটার। আর, ওবামা জিতেছেন ৭□ ব্যবধানে!

তার মানে, কিছু ডেমোক্র্যাটের কাছে নিশ্চয়ই তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণ কাজ করেনি। কারণ, তা না হলে যুদ্ধ এবং অর্থনীতি নিয়ে সারা দেশে রিপাবলিকান-বিরোধী হাওয়া গত বারের তুলনায় অনেক জোরদার ছিল। এঁরা সবাই বর্ণবিদ্বেষী না-ও হতে পারেন, তবে সে-সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু, ভাল খবর এই যে, কিছু রিপাবলিকান সমর্থক ওবামার গুণে মুগ্ধ হয়ে কিংবা দেশের হালে তিতিবিরক্ত হয়ে তাঁকে ভোট দেন। এঁদের সংখ্যা বেশি। অন্য ভাবে দেখলেও এই প্রবণতা চোখে পড়ে। যেমন, যাঁরা নিজেদের রক্ষণশীল বর্ণনা করেন, তাঁদের ১৫□ কেরিকে ভোট দিয়েছিলেন, আর ২০□ ওবামাকে। একই ব্যাপার যাঁরা নিজেদের মধ্যপন্থী বলে বর্ণনা করেন তাঁদের ক্ষেত্রেও। মধ্যপন্থী বা রক্ষণশীলদের কাছ থেকে ওবামা যে কেরির তুলনায় বাড়তি ভোট পেয়েছেন, তার জন্য তিনি রিপাবলিকানদের থেকে ছিনিয়ে এনেছেন যথাক্রমে ২.৭□ এবং ১.৭□ ভোটের ব্যবধান। অর্থাৎ, ওবামার সমর্থন শুধু তরুণ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আসেনি।

এ বার আসা যাক শ্বেতাঙ্গদের ভোটের আর একটু বিস্তারিত আলোচনায়। প্রথম সারণিতে আর এক বার তাকালে দেখা যাবে ভোটারদের প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর কাছ থেকে কেরির তুলনায় বেশি ভোট পেয়েছেন ওবামা। এমনকী, শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকেও (পুরুষ, নারী, মোট)। শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে তিনি শুধু কেরির থেকে বেশি হারে সমর্থন পাননি। জিমি কার্টারকে বাদ দিলে গত তিন দশকে কোনও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী এত সমর্থন পাননি। শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে কেরির তুলনায় ওবামা যে ২□ বেশি ভোট পেয়েছেন, তার অবদান ম্যাকেনের সঙ্গে ১.৫□ ভোটের ব্যবধান (তার কারণ মোট ভোটারদের তাঁরা প্রায় তিন-চতুর্থাংশ)। শুধু এর ভিত্তিতে তিনি জেতেন না। কিন্তু মোট ভোটের ব্যবধান যেখানে ৭□, সেখানে এই ১.৫□-এর অবদান অগ্রাহ্য করার মতো-ও নয়।

তাঁর জেতার পিছনে তাই শ্বেতাঙ্গদের ভোটেরও অবদান আছে। যদিও তা নতুন ভোটার, যুব সমাজ এবং অ-শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের অবদানের তুলনায় কম। অন্য ভাবেও এটা দেখা যায়। ওবামা জিতেছেন (এবং কেরি হেরেছিলেন) কিছু কিছু রাজ্যে, যেগুলি হয় রিপাবলিকানদের সাবেক ঘাঁটি বলে পরিচিত (যেমন, ইন্ডিয়ানা, ভার্জিনিয়া, নর্থ ক্যারোলিনা), নয়তো যেখানে দুই দলের তীব্র প্রতিযোগিতা (ওহায়ো, পেনসিলভ্যানিয়া, ফ্লোরিডা)।

ওবামা তা হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ (শুধু কৃষ্ণাঙ্গ নয়) আর যুবসমাজকে ব্যাপক সংখ্যায় ভোট দিতে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ভয় ছিল যে, শ্বেতাঙ্গরা অনেকে তাঁকে শেষ পর্যন্ত ভোট দেবেন না। কিছু শ্বেতাঙ্গ ভোটারের ক্ষেত্রে এটা সত্যি হলেও, তাঁদের থেকে বেশি সংখ্যায় যে শ্বেতাঙ্গরা কেরিকে ভোট দেননি, তাঁরা ওবামাকে ভোট দিয়েছেন। তাই, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও (যা লিন্ডন জনসন-এর পর অন্য কোনও ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীও পাননি), তাঁদের ভোট আকর্ষণে তিনি অন্য ডেমোক্রাটদের তুলনায় সফল। *(চলবে)*

লেখক লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অর্থনীতির শিক্ষক

সারণি-১ কে কী ভাবে ভোট দিলেন

ভোটদাতা	মোট ভোটদাতার শতাংশ		সমর্থন	
	২০০৪	২০০৮	কেরি	ওবামা
শ্বেতাঙ্গ	৭৭	৭৪	৪১	৪৩
কৃষ্ণাঙ্গ	১১	১৩	৮৮	৯৫
হিস্পানিক	০৮	০৯	৫৩	৬৭
এশীয়	০২	০২	৫৬	৬২
অন্য	০২	০৩	৫৪	৬৬
মোট	১০০	১০০	৪৮	৫৩

তথ্যসূত্র: সি এন এন

সারণি-২ ২০০৪ সালের নির্বাচনে দলের প্রার্থীর পাওয়া ভোটের কত শতাংশ ২০০৮ সালের প্রার্থীরা পেলেন

আগের নির্বাচনে ভোট	মোট ভোটের শতাংশ	ওবামা	ম্যাকেন
কেরি	৩৭	৮৯	০৯
বুশ	৪৬	১৭	৮২
ভোট দেননি	১৩	৭১	২৭

এক ফোঁটা অ-শ্বেত রক্ত থাকলেই যেখানে কালো বলা হয়

সাদা এবং কালো, চিরকাল আমেরিকায় যে দুই পৃথিবী আলাদা হয়ে থেকেছে, কখনও শান্তিপূর্ণ, কখনও অশান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে, ওবামা যেন তাদের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রতীক, লিখছেন মৈত্রীশ ঘটক। *আজ দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব*

এবার আসি, কোন কোন বিষয় ভোটারদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেই প্রসঙ্গে। নীচের সারণিতে এই নির্বাচনের এবং গত নির্বাচনের তিনটি মূল বিষয় নিয়ে ভোটারদের মতামত এবং তা তাঁদের ভোটকে কতটা প্রভাবিত করেছে, দেখা যাবে। বিষয়গুলি হল: অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ইরাক যুদ্ধ এবং বুশ প্রশাসনের মূল্যায়ন। গত বারের তুলনায় স্বাভাবিক ভাবেই ভোটারদের বিশাল বড় একটা অংশর মতে, অর্থনীতির হাল ভাল নয়। ইরাক যুদ্ধ নিয়ে অসন্তোষ গত বারের থেকে বেশি— প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটার এই যুদ্ধ সমর্থন করে না। বুশ প্রশাসন সম্পর্কে গত বারের থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় ভোটারেরা অসন্তুষ্ট। এগুলো ওবামাকে সাহায্য করেছে নিশ্চয়ই। তা হলেও গত বার যাঁরা এই বিষয়গুলি নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁরা কেরিকে যে অনুপাতে ভোট দেন, সেই অনুপাতে এঁদের কাছ থেকে ওবামা এ বার ভোট পাননি। এর ব্যাখ্যার একটা অংশ হল, এ বারে বাকি সবার মতো অধিকাংশ রিপাবলিকানও একমত যে, অর্থনীতির হাল এ বার অনেক খারাপ। তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের দলের লোককেই ভোট দিয়েছেন। তাই, এই গোষ্ঠী থেকে ওবামার ভোটের হার কেরির তুলনায় কমেছে। একই কথা বাকি বিষয়গুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আর, তা ছাড়া অল্প সংখ্যক কিছু শ্বেতাঙ্গ ডেমোক্র্যাট ভোটার, যাঁরা বুশের ভক্ত নন বা ইরাক যুদ্ধ সমর্থন করেন না, ওবামাকে শেষ পর্যন্ত ভোট দেননি। হয়তো ওবামার বদলে হিলারি ক্লিন্টন দাঁড়ালে তাঁরা তাঁকে ভোট দিতেন।

অর্থনীতি-রাজনীতির প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছে এই নির্বাচনে। কিন্তু, ব্যক্তি ওবামাকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষেরা কী চোখে দেখেছেন, তার উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আমেরিকার বর্ণবৈষম্যের ইতিহাসে কারও রক্তে এক ফোঁটা অ-শ্বেতাঙ্গ রক্ত থাকলেও তাঁকে কৃষ্ণাঙ্গ বলে ধরা হত। তাই মিশ্র-বর্ণের হলেও এক ভাবে দেখলে ওবামা কৃষ্ণাঙ্গ। কিন্তু, তিনি বড় হয়ে ওঠেন মূলত তাঁর শ্বেতাঙ্গ দাদু-দিদিমার কাছে। আর্থিক ভাবে সচ্ছল না হলেও, তাঁর বড় হয়ে ওঠার গল্পের সঙ্গে আমেরিকার এক জন গড়পড়তা কৃষ্ণাঙ্গ ছেলের তুলনায় এক জন গড়পড়তা শ্বেতাঙ্গ ছেলের বড় হয়ে ওঠার গল্পের মিল অনেক বেশি।

পরিবেশ, পরিবার এবং প্রতিভার জোরে তিনি যা-ই করেছেন, তাতেই পেয়েছেন অসাধারণ সাফল্য। শুধু তা-ই নয়, সহপাঠী, অধ্যাপক, সহকর্মী, সবার চোখে পড়েছে তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং দল-মত-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশার অসাধারণ ক্ষমতা। যেমন সহজ তিনি হার্ভার্ডের শ্বেতাঙ্গ-প্রধান পরিবেশে, তেমনই সহজ তিনি শিকাগোর অপরাধ এবং দারিদ্র-অধ্যুষিত কৃষ্ণাঙ্গ-প্রধান এলাকায় সমাজসেবা মূলক কাজে। চিরকাল ধরে যে দুই পৃথিবী মূলত আলাদা থেকেছে, কখনও শান্তিপূর্ণ, কখনও অশান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে, তাঁর অনায়াস যাতায়াত তাদের মধ্যে। তিনি যেন সেই দুই আলাদা পৃথিবীর মধ্যে সেতুবন্ধনের সম্ভাবনার প্রতীক।

অথচ, বড় হয়ে ওঠার সময়ে তিনি বার বার অনুভব করেছেন সবার থেকে আলাদা হওয়ার যন্ত্রণা। যেমন তাঁর পারিবারিক পরিবেশের জন্যে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের কাছে তিনি বহিরাগত, তেমনই শ্বেতাঙ্গদের কাছেও তিনি তাঁর বর্ণের জন্যে এক জন আগন্তুক। ওবামার অসাধারণত্ব হল এই যে, এই দ্বন্দ্বকে তিনি পরিণত করেছেন আত্মশক্তিতে। তিনি কৃষ্ণাঙ্গ, কিন্তু শুধু কৃষ্ণাঙ্গ নন। তিনি এক জন আমেরিকান, যিনি নিজের প্রতিভা এবং পরিশ্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর গল্পের সঙ্গে বর্ণনির্বিশেষে আর পাঁচ জন অভিবাসীর গল্পের মূল কোনও ফারাক নেই। আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে আর এক জন জনপ্রিয় রাজনীতিক বিল ক্লিন্টনও সচ্ছল পরিবারে জন্মাননি। প্রতিভা এবং পরিশ্রমের জোরে সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু, শ্বেতাঙ্গ হওয়ায় তাঁর গল্পটি মনোগ্রাহী হলেও, অসাধারণ মনে হয় না। আরও বড় কথা, তাঁর বড় হয়ে ওঠার গল্প না জানলে তাঁকে দেখে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু, ওবামার বর্ণ তাঁকে বাকিদের থেকে আলাদা করে আরও এক ভাবে। দৃশ্যতই তিনি সবার কাছে আমেরিকান ড্রিম-এর এক উজ্জ্বল প্রতীক। আর, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের কাছে এর সঙ্গে মিশে আছে গর্ব, আমরাও পারি, যা ওবামার নির্বাচনের স্লোগান: 'ইয়েস, উই ক্যান'।

ওবামার গল্পের তাৎপর্য তো শুধু যুক্তি, তর্ক, সমাজতত্ত্ব দিয়ে ধরা যাবে না। আবেগের ঘনঘটা ছাড়া রূপকথা (হোক না গণতান্ত্রিক) সম্পূর্ণ হয়? ছোট একটা ঘটনা বলে শেষ করি।

হাত বাড়ালেই। ওবামা। ছবি: এ এফ পি

জেসি জ্যাকসন, ষাটের দশকের সিভিল রাইটস আন্দোলনের এক তরুণ তুর্কি। আগেই বলেছি, ওবামা-র আগে তিনি হলেন একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ নেতা যিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দৌড়ে কিঞ্চিৎ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সারা জীবন তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে। ওবামার জয়ের রাতে উল্লাসে মেতেছে যখন সারা দেশ, সর্ব বর্ণের, সর্ব শ্রেণির মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উৎসবে, এক কোণে দাঁড়িয়ে শিশুর মতো হাউ হাউ করে কেঁদে যাচ্ছেন জেসি, রাগী, প্রতিবাদী, পোড়-খাওয়া রাজনীতিক জেসি। কী ছিল সেই কান্নায়? অসম্ভব সম্ভব হওয়ার আনন্দ? নিজের প্রজন্মের ব্যর্থতার জ্বালা, সন্তানসম নতুন প্রজন্মের অভাবিত সাফল্যের আনন্দ? নাকি, তাঁর মনে পড়ছিল ষাটের দশকের আন্দোলনের নেতা ও অগণিত সঙ্গীদের কথা, যাঁরা দেখে যেতে পারলেন না তাঁদের রক্তমাখা পথ কী দীর্ঘ পরিক্রমা করে আজ এখানে এসে পৌঁছল আমেরিকা? জানি না। জানি এই যে, ওবামা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলে তাঁর সরকারের সব কাজ সমর্থন করতে পারব না। সন্দেহ জাগে, পারবেন কি তিনি আমেরিকার আগ্রাসী বিদেশনীতির মৌলিক পরিবর্তন আনতে? আশঙ্কা হয়, তাঁর রূপকথা রয়ে যাবে না তো রাতের তারা হয়ে বাস্তবের রৌদ্রতপ্ত আকাশে? আশঙ্কা অমূলক নয়, কারণ প্রত্যাশা অপরিসীম। তিনি যেন আমাদের সময়ের স্বপ্নপূরণের প্রতীক, ইচ্ছাপূরণের ক্যানভাস।

তা সত্ত্বেও আমি আশাবাদী। কোনও রক্তপাত না করে নিঃশব্দে গণতন্ত্র দুঃস্বপ্নসম এক অধ্যায়ের সমাপ্তি রচনা করল। চার দশক আগে যে শ্রেণির মানুষদের ভোট দেওয়ার অধিকার সুরক্ষিত ছিল না, তাঁদের এক জন আজ জনতার রায়ে পৃথিবীর সব চেয়ে ক্ষমতাশালী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান।

মন্দ কী? বারাক ওবামা। বারাক গণতন্ত্র।

(শেষ)

লেখক লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অর্থনীতির শিক্ষক

প্রার্থীরা কোন কারণে কত ভোট পেয়েছেন

প্রধান তিনটি বিতর্কিত বিষয়	২০০৪ মোট ভোটের	২০০৮ মোট ভোটের	সমর্থন কেরি	সমর্থন ওবামা
অর্থনীতির অবস্থা ভাল না	৫২%	৯৩%	৭৯%	৫৪%
ইরাক যুদ্ধ সমর্থন করেন না	৪৫%	৬৩%	৮৭%	৭৬%
বুশ সরকার নিয়ে অসন্তুষ্ট	৪৬%	৭১%	৯৩%	৬৭%